বাংলাদেশে হজ্জ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রস্তাবিত একটি নতুন আইন প্রণয়ন প্রসঙ্গে চূড়ান্ত প্রতিবেদন।

ভূমিকা#

#

বাংলাদেশে হজ্জ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা যায় কিনা সেই বিষয়ে আইন কমিশনের সুপারিশ/মতামত প্রদানের জন্য আইন কমিশন আইন, ১৯৯৬ এর ধারা ৬ (ঞ) অনুযায়ী একটি পত্র (reference) আইন কমিশনে প্রেরণ করেন। উহা আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং আইন প্রণয়ন-০৫/০৮-২৫৮ (লেঃপ্রঃ) তাং ১৫/০৪/০৮ যা নিম্নরূপঃ-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-আইনপ্রণয়ন-০৫/০৮-২৫৮(লেঃপ্রঃ) তাং- ১৫/০৪/০৮

বিষয়ঃ হজ্জ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-শাঃ ৩/১-৮/২০০৮/১২৯ তারিখ-০১/০৪/২০০৮ ইং

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্র মোতাবেক নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, পবিত্র হজ্জব্রত পালন উপলক্ষ্যে প্রতি বৎসর বিপুল সংখ্যক ধর্মপ্রাণ মুসলমান বাংলাদেশ হতে সৌদি আরব গমন করেন। হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব যাতায়াত, পবিত্র নগরী মক্কা-মদিনাসহ বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু সময় অবস্থান ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যবস্থাদি ব্যয় সাপেক্ষ এবং সে কারণে হজ্জ যাত্রীগণকে মোটা অংকের অর্থ ব্যয় করতে হয়। হজ্জযাত্রীগণ সরকারী ব্যবস্থাপনায় অথবা বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় ট্রাভেল এজেন্ট বা অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে এয়ার টিকেট, সৌদিআরবে অবস্থানকালীন বাড়ী ভাড়া ও অন্যান্য আনুষংগিক সেবা গ্রহণ করে থাকেন। উল্লেখ্য, হজ্জ যাত্রীগণ যে পরিমান অর্থ ব্যয় করেন তা তাঁদের সৌদি আরবে যাতায়াত, অবস্থান, স্বাস্থ্য সেবা, আহার, পানীয় ইত্যাদি উহার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এ সম্পর্কে দীর্ঘদিন যাবত অব্যবস্থাপনা, অনিয়ম, এমনকি প্রতারণার গুরুতর অভিযোগ প্রতি

বৎসরই উত্থাপিত হয়ে থাকে। সুতরাং, এ সকল ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ ও স্থায়ীভাবে সমাধানের জন্য সরকারের নিকট উক্ত বিষয়ে একটি বিশেষ আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে।

এমতাবস্থায়, হজ্জ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে নতুন বিশেষ আইন প্রণয়ন অথবা বিদ্যমান আইন সংশোধন সম্পর্কে আইন কমিশনের মতামত/সুপারিশ প্রাপ্তির লক্ষ্যে উহা কমিশন সমীপে উপস্থাপনের জন্য আদিষ্ট হয়ে প্রেরণ করা হলো।

(কাজী আরিফুজ্জামান)
সিনিয়র সহকারী সচিব (ড্রাঃ)
ফোন নং- ৯৫৭০৬৫১।

সচিব,
আইন কমিশন
পুরাতন হাইকোর্ট ভবন, ঢাকা।

সরকারের উল্লিখিত পত্র হতে দেখা যায় যে প্রতিবৎসর হজ্জ মৌসুমে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী ধর্মপ্রান মুসলমান হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরবে গমন করেন। হজ্জযাত্রীগন হজ্জ পালনকালে মক্কা ও মদিনায় বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন এবং তাদের সৌদি আরবে যাতায়াত এবং সে স্থানে বাসস্থান, খাওয়া-দাওয়া ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি বাবত প্রচুর পরিমানে অর্থ ব্যয় করে থাকেন। কিন্ত, প্রতিবৎসরই বিশেষ করে বেসরকারী ব্যবস্থাপনার হজ্জ এজেন্সী সমূহ তাদের ঘোষিত হজ্জস্কীমের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেবা প্রদানে অবহেলা, বেপরোয়া মনোভাব, কার্যবিচ্যুতি ও কর্তব্য পালনে ব্যর্থতার কারণে হজ্জযাত্রীগণ ভীষণভাবে কষ্টের সম্মুখীন হন। হজ্জ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত হজ্জ এজেন্সী সমূহ হজ্জযাত্রীগনের নিকট থেকে অর্থ আদায় করে তাদের বিভিন্ন চুক্তি এবং হজ্জ প্যাকেজে ঘোষিত ও প্রতিশ্রুত সেবা সমূহ প্রদান না করায় হজ্জযাত্রীগণ যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে থাকেন।

হজ্জযাত্রীদের এই সকল অসুবিধা ও কষ্ট দূরীকরণের উদ্দেশ্যে এবং হজ্জ ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে হজ্জ ব্যবস্থাপনায় নিয়োযিত হজ্জ এজেন্সী সমূহের অনিয়ম, অবহেলা, চুক্তির শর্ত ভঙ্গ এবং হজ্জ প্যাকেজে বর্ণিত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ইত্যাদি রকম কার্যকলাপের জন্য শাস্তির বিধান সম্বলিত একটি নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা সরকারের নিকট অনুভূত হচ্ছে। আমরা সরকারের উল্লিখিত পত্রে বর্ণিত হজ্জযাত্রীদের সমস্যাবলী এবং ইহার সঙ্গে সরকারের প্রতি বৎসরের ঘোষিত হজ্জনীতি এবং হজ্জ

মৌসুমে টেলিভিশন ও দৈনিক খবরের কাগজে হজ্জযাত্রীদের সমস্যাবলী ও ভোগান্তি সম্পর্কে প্রচারিত খবরাখবর পর্যালোচনা করেছি।

যিলহজ্জ মাসে পবিত্র মক্কা নগরে হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ইসলামের পাঁচটি অবশ্য পালনীয় ধর্মীয় বিধানের মধ্যে হজ্জ হচ্ছে পঞ্চম। জীবনে অন্তত একবার পবিত্র হজ্জ পালন করার উদ্দেশ্যে মক্কা নগরে গমণ প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমানদের জন্য আবশ্যকরণীয় একটি ধর্মীয় বিধান। বাংলাদেশে সরকারী ও বেসরকারী এই দুইটি পদ্ধতিতেই হজ্জ ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয়ে থাকে। অবস্থা দৃষ্টে দেখা যায় যে, সরকারী ব্যবস্থাপনার হজ্জযাত্রীদের অপেক্ষা বেসরকারী ব্যবস্থাপনার হজ্জযাত্রীদের সংখ্যাই বেশী এবং বেসরকারী ব্যবস্থাপনার মধ্যেই অব্যবস্থাপনা এবং হজ্জ এজেন্সী সমূহের অবহেলার কারণেই উক্ত হজ্জযাত্রীগণ অনেক দুর্ভোগের সম্মুখীন হন। ইহা পরিলক্ষিত হয় যে, এ বিষয়ে কোনরূপ নির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ ছাড়াই বেসরকারী ব্যবস্থাপনার হজ্জ এজেন্সী সমূহ নির্বাচন করা হয়। এর ফলশ্রুতিতে, ট্রাভেল এজেন্ট সমূহ এবং অন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ হজ্জ ব্যবস্থাপনা পরিচালনার বিষয়ে কোনরূপ পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই এই ব্যবসায়ে প্রবেশ করছেন এবং এ কারণেই হজ্জ ব্যবস্থাপনায় বিশৃংখলা ও হজ্জযাত্রীদের ভোগান্তি হচ্ছে।

ইহা প্রতীয়মান হচ্ছে যে বহু সংখ্যক হজ্জ এজেন্সী হজ্জ ব্যবস্থাপনা পরিচালনার কাজে নিয়োজিত আছেন। এ সকল হজ্জ এজেন্সী সমূহ হজ্জযাত্রীদের সৌদি আরবে হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে যাত্রার প্রাক্কালে তাদেরকে শ্রেয়তর সেবা সমূহ প্রদানের জন্য প্রতিজ্ঞা করে থাকেন। অপেক্ষাকৃত ভাল সেবা পাওয়ার আশায় অনেক হজ্জযাত্রীই বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় হজ্জ পালনে যাওয়ার জন্য আগ্রহী হয়ে থাকেন, কিন্ত হজ্জ এজেন্সী সমূহ, তাদের হজ্জ প্যাকেজে ঘোষিত ও প্রতিশ্রুত সেবা সমূহ হজ্জযাত্রীগনকে দিচ্ছে না, অধিকন্তু এই ধর্মীয় কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে হজ্জযাত্রীদের নিকট থেকে অধিক অর্থ আদায় করে থাকে মর্মে যথেষ্ট অভিযোগ পাওয়া যায়। বেসরকারী হজ্জ এজেন্সী সমূহের অর্থ লিপ্সা ও প্রতিশ্রুত সেবা প্রদানের ব্যর্থতার বিষয়টির প্রতি সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের কঠোর দৃষ্টি রাখা উচিত যাতে হজ্জযাত্রীগণের ভোগান্তি ও কষ্টের অবসান করা যায়। হজ্জ পালনকালে হজ্জযাত্রীদের নিকট থেকে অধিক পরিমানে অর্থ আদায় বন্ধের এবং হজ্জযাত্রীদের ভোগান্তি দূর করণের উদ্দেশ্যে একটি নির্দিষ্ট নীতিমালা প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

দৈনিক সংবাদপত্র 'যুগান্তর' এ প্রকাশিত 'সুষ্ঠু হজ্জ ব্যবস্থাপনাই কাম্য' নামীয় একটি সংবাদের পেপার কাটিং পাঠ করে দেখা যায় যে অনেক লাইসেন্সধারী হজ্জ এজেন্সীর বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ রয়েছে যে উহারা হজ্জযাত্রীদের নিকট থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে থাকেন কিন্তু উক্ত এজেন্সী

সমূহ উহাদের প্যাকেজে ঘোষিত সেবা সমূহ হজ্জযাত্রীদেরকে দিচ্ছেন না এবং এরূপ ১১৯টি এজেন্সীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ নিয়ে তদন্ত কার্যক্রম চলছে। এছাড়া আরোও পরিলক্ষিত হয় যে ১২০টি হজ্জ এজেন্সী তাদের হজ্জযাত্রীদেরকে সৌদি আরবে প্রেরণের কাজ করতে পারেন নাই। ইহা একটি ভয়াবহ খবর যা এক্ষেত্রে একটি অরাজকতার চিত্র তুলে ধরেছে এরূপ অরাজক অবস্থা চলতে দেয়া উচিৎ হবে না।

এমতাবস্থায় প্রতীয়মান হচ্ছে যে, বিপুল সংখ্যক হজ্জ এজেন্সী সমূহকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে যার ফলে হজ্জ এজেন্সীর চলতি তালিকা অনেক লম্বা হয়ে গেছে। ইহা আরোও পরিলক্ষিত হচ্ছে যে একটি ধর্মীয় উদ্দেশ্যে বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় হজ্জ কার্য্যক্রম পরিচালনা করা অনভিজ্ঞ ট্রাভেল এজেন্টদের জন্য এখন একটি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। হজ্জ এজেন্সী সমূহের এরূপ লম্বা তালিকা এক রকম নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। অতএব, বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় হজ্জ কার্য্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে শৃংঙ্খলা আনয়নের জন্য হজ্জ এজেন্সী সমূহের লম্বা তালিকা একটি কঠোর বাছনি পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে ছোট করা বাঞ্ছনীয়।

একটি হজ্জ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের মাধ্যমে হজ্জ এজেন্সী সমূহের কার্যক্রমের উপরে সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিৎ। কমিটি গঠনের পর হজ্জ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে এরূপ ক্ষমতা দেয়া যেতে পারে যেন এই কমিটি হজ্জ এজেন্সী সমূহের কার্য্যক্রমের প্রতি এমন কঠোর দৃষ্টি রাখতে পারেন যাতে হজ্জযাত্রীদের কল্যাণার্থে হজ্জ এজেন্সী সমূহ ইহাদের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে শৃংখলা রক্ষা করে চলতে পারেন। হজ্জ ব্যবস্থাপনায় শৃংঙ্খলা আনয়নের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে হজ্জ ব্যবস্থাপনা কমিটি বর্তমান লাইসেন্স প্রাপ্ত হজ্জ এজেন্সী সমূহের কার্যক্রমের উপর পূঙ্খানুপূঙ্খভাবে পরীক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেন। এইরূপ পরীক্ষা পদ্ধতিতে যে সমস্ত হজ্জ এজেন্সীর অতীত কার্যক্রম সন্তোষজনক বলে বিবেচিত হবে না, এদেরকে কালো তালিকাভুক্ত করতে হবে এবং এদের নাম হজ্জ এজেন্সীর তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে। এছাড়া যে সকল এজেন্সীর বিরুদ্ধে হজ্জযাত্রীরা অভিযোগ করেছেন এবং তদন্তে উক্ত অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয়েছে সে সমস্ত এজেন্সী সমূহের নামও হজ্জ এজেন্সীর তালিকা থেকে বাদ যাবে এবং উক্ত এজেন্সী সমূহ পরবর্তীতে নিয়োগ প্রাপ্তির অযোগ্য ঘোষিত হবে।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসাবে হজ্জ ব্যবস্থাপনা কমিটি হজ্জ এজেন্সী সমূহের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য ইহাদের কার্যক্রমের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। যে সমস্ত এজেন্সী ইহাদের নিয়োগের শর্ত সমূহ এবং সরকারের সাথে তাদের সম্পাদিত চুক্তির শর্ত সমূহ ভংগ করেছেন উহাদের লাইসেন্স বাতিলেরও পদক্ষেপ লওয়া যেতে পারে। হজ্জ এজেন্সী সমূহের নিয়োগের শর্ত ভংগ করণের জন্য এবং

হজ্জ যাত্রী কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ অনুযায়ী প্রাপ্য সেবা প্রদান করতে ব্যর্থতার জন্য তাদেরকে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। হজ্জ এজেন্সীর কাজের অবহেলার বা অন্যান্য শর্ত ভংগের জন্য ইহাদের লাইসেন্স বাতিল, জামানতের টাকা বাজেয়াপ্তকরণ এবং জরিমানা ধার্যকরণ ইত্যাদি রকম ব্যবস্থা গ্রহণ এবং হজ্জ এজেন্সী সমূহের প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা মূলক গুরুতর অভিযোগের জন্য আদালতের মাধ্যমে উহাদের শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা সম্বলিত আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে।

উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে আমাদের অভিমত এই যে, হজ্জযাত্রীদের সুরক্ষা ও কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে এবং হজ্জ এজেন্সী সমূহের কার্যক্রমে শৃঙ্খলা আণয়নের লক্ষ্যে কার্য্যকর বিধান সম্বলিত একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়। বাংলাদেশের হজ্জ ব্যবস্থাপনায় একটি নতুন আইন প্রণয়নের সুপারিশ করার জন্য আমরা হজ্জযাত্রীদের হজ্জ পালনের অভিযাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপের মধ্যেকার ভোগান্তির বিষয়টি বিবেচনা করে দেখেছি।

#

সুপারিশ

#

উপরোল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা সুপারিশ করি যে বাংলাদেশের হজ্জ ব্যবস্থাপনায় অবহেলাকারী ও অপরাধী হজ্জ এজেন্সী সমূহের শাস্তির বিধান সম্বলিত বাংলাদেশের হজ্জ ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে।

সুবিধা এবং তাৎক্ষণিক পাঠের জন্য আমরা একটি খসড়া অধ্যাদেশ সংযুক্তি “ক” হিসাবে অত্রসঙ্গে সংযোজন করিলাম।

(বিচারপতি জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম)
সদস্য-১।

#

বাংলাদেশের হজ্জ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত একটি নুতন আইন প্রণয়নের নিমিত্ত খসড়া অধ্যাদেশ।

#

প্রস্তাবনা

যেহেতু প্রতি বৎসর হজ্জ মৌসুমে বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক মুসলিম নারী পুরুষ হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে সরকারী ব্যবস্থাপনায় এবং হজ্জ এজেন্সী সমূহের মাধ্যমে বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় সৌদি আরবে গমণ করেন;

এবং যেহেতু এই বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট বিধিগত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকার কারণে বিশেষ করিয়া বেসরকারী ব্যবস্থাপনার অধীনে হজ্জ এজেন্সী সমূহের অব্যবস্থাপনা, দায়িত্বহীনতা, অনিয়ম এবং আর্থিকভাবে লাভবান হইবার মনোবৃত্তি হজ্জযাত্রীদেরকে অহেতুক হয়রানি ও অসুবিধায় ফেলে;

এবং যেহেতু হজ্জযাত্রীদের এই হয়রানি ও অসুবিধা দূরীকরণের লক্ষ্যে ও হাজীদের রক্ষন, নিয়ন্ত্রন ও সাধারণ সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের হজ্জ ব্যবস্থাপনায় শৃংখলা আনয়নের লক্ষ্যে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

এবং যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩ (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেনঃ-

#

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।(১) এই অধ্যাদেশ হজ্জ ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সমগ্র বাংলাদেশে ইহার প্রয়োগ হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে-

(ক) ‘‘আদালত’’ অর্থ বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্ট সহ যে কোন আদালত;

(খ) ‘‘কমিটি’’ অর্থ এই অধ্যাদেশের ৫ ধারা অনুযায়ী গঠিত বাংলাদেশের হজ্জ ব্যবস্থাপনা কমিটি;

(গ) ‘‘কোড’’ অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সালের ৫ নং আইন);

(ঘ) ‘‘ নির্ধারিত’’ (prescribed) অর্থ অত্র অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(ঙ) ‘‘প্রতারণা’’ অর্থ এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন হজ্জ এজেন্সীর কোন রূপ ইচ্ছাকৃত অবহেলা, ব্যর্থতা অথবা প্রতারণা মূলক কার্যের দ্বারা কোন হজ্জযাত্রীর ক্ষতিসাধন করা বা তাহাকে হয়রানি করা অথবা কষ্ট দেওয়া;

(চ) ‘‘ভিকটিম’’ (victim) অর্থ অত্র অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন হজ্জযাত্রী যিনি একাকি অথবা যৌথভাবে কোন হজ্জ এজেন্সির প্রতারণামূলক কার্যের দ্বারা ব্যক্তিগত ভোগান্তির বা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হইয়াছেন।

(ছ) ‘‘হজ্জযাত্রী’’ অর্থ একজন মুসলিম যিনি হজ্জ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে গমণ অথবা সম্পাদনের পরে প্রত্যাবর্তন করেন;

(জ) ‘‘ক্ষতিপূরণ’’ অর্থ আর্থিক ক্ষতিপূরণ যাহা হজ্জ এজেন্সী সমূহ কর্তৃক সৃষ্ট হয়রানির জন্য ক্ষতিগ্রস্থ হজ্জযাত্রীদেরকে প্রদেয়;

৩। হজ্জ প্যাকেজ ও হজ্জসূচি ঘোষণা।- ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতি বৎসর হিজরী সালের ২৯শে সফরের মধ্যে হজ্জসূচি ও হজ্জ প্যাকেজ প্রস্তুতক্রমে ঘোষণা করিবেন যাহাতে উক্ত বৎসরের প্রস্তাবিত হজ্জযাত্রীর সংখ্যা, হজ্জ গমনেচ্ছু ব্যক্তিদের আবেদনপত্র জমা দেওয়ার তারিখ এবং হজ্জ বাবদ সম্ভাব্য ব্যয় নির্ধারিত থাকিবে এবং তাহা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে খবরের কাগজ, রেডিও, টেলিভিশন এবং ওয়েবসাইটে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

#

৪। হজ্জের জন্য আবেদন পত্র জমা প্রদান।O#হজ্জ গমনেচ্ছু ব্যক্তিগন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থার নিকট নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র জমা দিবেন। উক্ত ফরম জেলা প্রশাসন এবং অন্যান্য নির্ধারিত এজেন্সীর নিকট হইতে বিনামূল্যে পাওয়া যাইবে। পূরণকৃত ফরম সমূহ ঢাকাস্থ হজ্জ অফিস পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত হজ্জযাত্রীদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিবেন। সরকার কর্তৃক

এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত ব্যাংকসমূহ কর্তৃক হজ্জের জন্য নির্ধারিত খরচাবাবদ অর্থ গৃহীত হইবে। হজ্জ পালনের সুযোগ কোটা ভিত্তিতে প্রদান করা হইবে। সরকারী ব্যবস্থাপনার অধীনে হজ্জ পালনে ইচ্ছুক আবেদনকারীর সংখ্যা যদি সরকার নির্ধারিত কোটা হইতে অধিক হয় তাহা হইলে ব্যালট পদ্ধতি গৃহীত হইবে।

#

৫। হজ্জ ব্যবস্থাপনা কমিটি।-#(১) সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা হজ্জ ব্যবস্থাপনা কমিটি নামক একটি কমিটি প্রতিষ্ঠা করিবেন যাহা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে থাকিয়া হজ্জ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করিবেন এবং হজ্জ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল সরকারী ও বেসরকারী এজেন্সী সমূহের কার্য্যাবলীর পরিবিক্ষন ও সমন্বয় সাধন করিবেন।

(২) কমিটি নিম্নলিখিত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব যিনি কমিটির চেয়ারম্যান হইবেন;

(খ) ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্মসচিব;

(গ) বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র, অর্থ এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মনোনীত যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার নীচে নহেন এমন চারজন কর্মকর্তা;

(ঘ) ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক মনোনীত তিনজন মুসলিম নাগরিক যাঁহাদের জনপ্রশাসন, হজ্জ সম্পর্কিত বিষয় ও মুসলিম আইনে বিশেষ জ্ঞান রহিয়াছে;

(ঙ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একজন প্রতিনিধি;

(চ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একজন উপ-সচিব যিনি কমিটির সদস্য সচিব হিসাবে কার্য্য সম্পাদন করিবেন;

(৩) এই কমিটি ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময়ে সময়ে ঘোষিত হজ্জনীতি ও অন্যান্য নীতি অনুযায়ী হজ্জযাত্রীদের কল্যাণ, নিরাপত্তা, নিয়ন্ত্রণ এবং সার্বিক মঙ্গল সাধনের জন্য দায়িত্ব পালন করিবেন এবং মন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

#

৬। কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী।-#(১) এই অধ্যাদেশ ও ইহার অধীনে প্রণীত বিধানাবলী সাপেক্ষে কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী নিম্নরূপ হইবে, যথাঃ-

(ক) হজ্জ পালন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ এবং হজ্জযাত্রীদের জন্য পরিচিতিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করণ;

(খ) হজ্জ ক্যাম্পের তত্ত্বাবধান করা এবং হজ্জ মৌসুমে হজ্জ ক্যাম্প প্রস্তুত রাখা;

(গ) হজ্জযাত্রীদের হজ্জ ক্যাম্পে অবস্থানের আয়োজন এবং তাহাদের প্রয়োজনীয় সেবা সমূহ প্রদান করা;

(ঘ) হজ্জ গাইড নির্দেশিকা, চুক্তিপত্রের ও আবেদনপত্রের ফরম, পরিচয়পত্র, কব্জিবেল্ট, কীট ব্যাগ এবং অন্যান্য সামগী মন্ত্রণালয় হইতে সংগ্রহ ও ইহা হজ্জযাত্রীদের নিকট বিতরণ;

(ঙ) হজ্জ ক্যাম্পে থাকাকালীন সময়ে ও হজ্জে যাওয়ার প্রাক্কালে ও হজ্জ শেষে প্রত্যাবর্তনের পরে এবং হজ্জযাত্রীদের মক্কায় যাওয়া-আসার নিরাপদ ভ্রমনের নিমিত্ত টিকা দেওয়া, প্রতিষেধক প্রদান, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় এবং এতদসংক্রান্ত অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে উপদেশ প্রদান এবং সহযোগিতা করণ;

(চ) হজ্জযাত্রীদের বিপদে প্রতিকার প্রদান;

(ছ) হজ্জযাত্রীদের নিরাপদ ভ্রমনের সুবিধা প্রদানের স্বার্থে জেলা প্রশাসন, রেলওয়ে, বিমান ও হজ্জ এজেন্সি সমূহের সহিত সমন্বয় সাধন;

(জ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হজ্জ সম্পর্কিত অন্যান্য কর্তব্যসমূহ প্রতিপালন;

(ঝ) প্রতিবছর মন্ত্রণালয় কর্তৃক হজ্জ সূচী ও হজ্জ প্যাকেজ প্রস্তুতকরণ ও ঘোষণায় মন্ত্রাণালয়কে সহায়তা প্রদান এবং উহা দৈনিক সংবাদপত্র, ওয়েবসাইট, রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

(ঞ) হজ্জ এজেন্সি সমূহের কাজকর্মের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা।

(২) এই কমিটি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ও মন্ত্রণালয় হইতে সময়ে সময়ে প্রাপ্ত নির্দেশনা সাপেক্ষে ইহার কার্যাবলী পরিচালনা করিবেন।

(৩) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় উপধারা (১) এ বর্ণিত ইহার কার্যাবলী সম্পাদনে এই কমিটিকে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করিবেন।

৭। কমিটির সভা।- (১) এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে কমিটি ইহার সভার কার্য পদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন।

#

(২) কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে ও সময়ে কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হইবে, তবে শর্ত থাকে যে কমিটি প্রতিবছর হজ্জের প্রাক্কালে হজ্জের পরিকল্পনা ও হজ্জের আয়োজনের জন্য কমপক্ষে ৬ বার সভার আয়োজন করিবেন।

(৩) উপধারা (২) এ উল্লিখিত সভা ছাড়াও কমিটির চেয়ারম্যান প্রয়োজন অনুযায়ী সভা অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন। কমিটির এক তৃতীয়াংশ সদস্যের দ্বারা কমিটির সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৪) কমিটির চেয়ারম্যান কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং সভায় উপস্থিত সদস্যদের ভোটের সংখ্যা গরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং সমান সংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

#

৮। কমিটির সিদ্ধান্তের বৈধতা।- কমিটির কোন সদস্যের পদ শূণ্য থাকিলে অথবা কমিটির গঠনে কোন ত্রুটির কারণে কমিটির কোন সিদ্ধান্ত অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও কোন আদালতে উত্থাপন করা যাইবে না।

#

৯। কমিটির ব্যয়।- কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী পরিচালনার জন্য যে প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যয় হইবে তাহা সরকারী বিধি ও প্রবিধি মোতাবেক ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বহন করিবেন।

#

১০। হজ্জ এজেন্সী নিয়োগ।- সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলী ও সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় হজ্জ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রচারিত বিধি ও প্রবিধান অনুসরনে সরকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক হজ্জ এজেন্সী নিয়োগ করিতে পারিবেন। হজ্জ এজেন্সী সমূহের বাছাই তাহাদের দক্ষতার ভিত্তিতে করিতে হইবে।

#

১১। হজ্জ এজেন্সী সমূহ নিয়োগের মানদন্ড।- বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় হজ্জ কার্য্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে হজ্জ এজেন্সী নিয়োগের ক্ষেত্রে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিম্নলিখিত মানদন্ড বিবেচনা করিবেনঃ-

(ক) কোন এজেন্সীর স্বত্ত্বাধিকারীর হজ্জ সেবা প্রদানের অভিজ্ঞতাসহ ট্রাভেল এজেন্সীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে কমপক্ষে পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত হালনাগাদ সার্টিফিকেট অবশ্যই থাকিতে হইবে।

(খ) এজেন্সির স্বত্ত্বাধিকারী অথবা পরিচালক অথবা ব্যবস্থাপনা অংশীদার অবশ্যই জন্মসূত্রে বাংলাদেশী মুসলিম নাগরিক হইবেন;

(গ) এজেন্সীর স্বত্ত্বাধিকারী অথবা পরিচালক অথবা ব্যবস্থাপনা অংশীদার হজ্জ কার্য্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি মাত্র লাইসেন্স পাইবার হকদার হইবেন যাহা কখনও হস্তান্তরযোগ্য হইবে না;

(ঘ) এজেন্সী সমূহ কর্তৃক সরকারের নির্ধারিত জামানতের অর্থ অবশ্যই পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা দিতে হইবে;

(ঙ) হজ্জ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক পূঙ্খানুপূঙ্খ রূপে যাচাই করার পরে যদি কোন হজ্জ এজেন্সীর পূর্ববর্তী কার্যক্রম এবং সেবার মান সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হয় তবেই শুধু উক্ত এজেন্সীর লাইসেন্স নবায়ন করা যাইতে পারে; এবং

(চ) সেই সমস্ত হজ্জ এজেন্সী যাহারা তাহাদের পূর্ববর্তী বৎসরের কার্য্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেন নাই তাহারা কালো তালিকাভুক্ত (black listed) হইবেন। যাহাদের বিরুদ্ধে কোন হাজী কোন অভিযোগ দাখিল করিয়াছেন এবং তদন্তে তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সমূহ প্রমাণিত হইয়াছে তাহারা পরবর্তীতে নিয়োগ পাইতে অযোগ্য হিসাবে ঘোষিত হইবেন।

১২। নিয়োগপ্রাপ্ত হজ্জ এজেন্সী সমূহ অঙ্গীকারনামা দিবেন।0 (১) ধারা ১১ এ বর্ণিত মানদন্ড বিবেচনায় যে সকল হজ্জ এজেন্সী সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন তাহাদিগকে সরকারের বরাবরে এই মর্মে অঙ্গীকারনামা দিতে হইবে যে তাহারা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত বাংলাদেশ সরকার ও সৌদী সরকারের সকল আইন, বিধি, প্রবিধি এবং অন্যান্য প্রশাসনিক আদেশ সমূহ পালন করিবেন। এজেন্সী সমূহ আধুনিক যোগাযোগের মাধ্যম যেমন, টেলিফোন, ই-মেইল, মোবাইল ফোন, ফ্যাক্স, রিজার্ভেশন সিসটেম, ওয়েব সাইট ইত্যাদি ব্যবস্থা চালু রাখিবেন।

(২) অধিকতর ভাল হজ্জ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সরকার হজ্জ এজেন্সী নিয়োগের ক্ষেত্রে অন্যান্য যে কোন শর্ত আরোপের অধিকার সংরক্ষণ করিবেন। হজ্জ এজেন্সী সমূহের যে কোন আবেদন নাকচ করার এবং হজ্জ এজেন্সী হিসাবে নিয়োগের যে কোন আদেশ বাতিল করার অধিকারও সরকারের হাতে থাকিবে।

১৩। চুক্তি স্বাক্ষর।- লাইসেন্স প্রাপ্ত হজ্জ এজেন্সী সমূহ হজ্জ প্যাকেজ ঘোষণার পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহিত একটি দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করিবেন। প্রত্যেক হজ্জ এজেন্সীর মালিক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্যবস্থাপনা অংশীদার এবং বেসরকারী ব্যবস্থাপনার হজ্জযাত্রী একটি পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদন করিবেন। উক্ত চুক্তির মূল কপি

হজ্জযাত্রীর নিকট থাকিবে এবং ওপর দুই কপি যথাক্রমে সংশ্লিষ্ট হজ্জ এজেন্সী ও হজ্জ অফিস, ঢাকা সংরক্ষণ করিবেন। উক্ত চুক্তিনামার প্রয়োজনীয় ফরম ঢাকা হজ্জ অফিস অথবা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরবরাহ করা হইবে।

১৪। হজ্জ এজেন্সী সমূহের হজ্জ প্যাকেজ ঘোষণা।-#সরকারী হজ্জ প্যাকেজ ঘোষণার পরপরই লাইসেন্সধারী হজ্জ এজেন্সী সমূহ ইহাদের নিজ নিজ হজ্জ প্যাকেজ ঘোষণা করিবেন। হজ্জ এজেন্সী সমূহ তাহাদের হজ্জ প্যাকেজ, হজ্জযাত্রীদের তালিকা, তাহাদের ব্যক্তিগত তথ্য, হজ্জযাত্রীদের ফ্লাইট সিডিউল, সরকার ও এজেন্সী এবং এজেন্সী ও হজ্জযাত্রীদের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র, মক্কা ও মদিনায় হজ্জযাত্রীদের জন্য ভাড়াকৃত বাড়ীর সকল তথ্য, নিয়োজিত প্রতিনিধি ও হজ্জ কর্মীদের সৌদি আরর ও বাংলাদেশের ঠিকানা ও মোবাইল ফোন নাম্বারসহ প্রয়োজনীয় সকল তথ্য নিজ নিজ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিবেন এবং প্রকাশিত যাবতীয় তথ্য সংক্রান্ত একটি সফ্‌ট কপি ঢাকা হজ্জ অফিসকে সরবরাহ করিবেন।

১৫। আবেদনপত্র সংগ্রহ ইত্যাদি।- (১) বেসরকারী ব্যবস্থাপনার হজ্জ এজেন্সী সমূহ ঢাকা হজ্জ অফিস হইতে হজ্জযাত্রীদের জন্য আবেদনপত্র, চুক্তিপত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করিবেন। প্রত্যেক হজ্জ এজেন্সী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংকে হজ্জযাত্রীদের পূর্ণ নাম ঠিকানার তালিকাসহ মোয়াল্লেম ফি ও অন্যান্য স্থানীয় সেবা মূল্য জমা দিবেন।

(২) হজ্জ এজেন্সী সমূহ ইহাদের হজ্জ প্যাকেজে উল্লিখিত সেবা ও সুযোগ সুবিধা, সেবা মূল্য এবং অন্যান্য সুবিধা উল্লেখ পূর্বক লিফলেট, বুকলেট ইত্যাদি প্রচার করিবেন যাহার একটি স্বাক্ষরিত কপি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে দাখিল করিতে হইবে। এক এজেন্সীর হজ্জ যাত্রী অন্য এজেন্সীর পরিচয়ে বা তত্ত্বাবধানে হজ্জে যাইতে পারিবেন না। হজ্জ এজেন্সী সমূহ শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত সকল প্রকার আনুষ্ঠানিকতা এবং কর্তব্য সমূহ যাহা হজ্জ পালনের জন্য আবশ্যকীয় তাহা সম্পন্ন করিবে এবং ইহার প্রকাশিত প্যাকেজে উল্লিখিত সকল প্রকার দায়-দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) সংশ্লিষ্ট এজেন্সী পূরণকৃত আবেদনপত্র ও চুক্তিপত্র সংগ্রহ করিবেন এবং মোয়াল্লেম ফি, স্থানীয় সেবামূল্য ইত্যাদি বাবদ অর্থ জমাদানের রশিদ এবং হজ্জযাত্রীদের পূর্ণ নাম ঠিকানা সম্বলিত তালিকাসহ ঢাকাস্থ হজ্জ অফিসে জমা দিবেন। হজ্জযাত্রীদের তালিকার একটি কপি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড এর বরাবরে দাখিল করিতে হইবে।

১৬। বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় হজ্জযাত্রীদের মক্কা ও মদিনায় আবাসন।- এজেন্সী সমূহের মালিক, ব্যবস্থাপক, ব্যবস্থাপনা অংশীদার, ক্ষমতাপ্রাপ্ত অংশীদার অথবা পরিচালক হজ্জযাত্রীদের মক্কা ও

মদিনায় হজ্জযাত্রীদের জন্য বাড়ীভাড়া সৌদি আরবের এ সম্পর্কিত বিধি ও প্রবিধি অনুসরন পূর্বক রজব মাসের মধ্যে সম্পন্ন করিবেন। সেই সমস্ত ভাড়াবাড়ীর মান ও সুযোগ-সুবিধা সরকারী ব্যবস্থাপনার ভাড়া বাড়ীর তুলনায় কম হইবে না।

১৭। হজ্জকর্মী নিয়োগ।0#সংশ্লিষ্ট এজেন্সী বেসরকারী হজ্জযাত্রীদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতি ১০০ জন হজ্জযাত্রী বা তার অংশ বিশেষের বিপরীতে ০১ জন করিয়া হজ্জকর্মী নিয়োগ করিবেন। যথাযথ পারিশ্রমিক প্রদান সাপেক্ষে বাংলাদেশ অথবা সৌদি আরব হইতে হজ্জকর্মী নিয়োগ করা যাইবে। হজ্জ যাত্রী সৌদি আরব আসার পূর্বেই সংশ্লিষ্ট এজেন্সী, নিয়োগ প্রাপ্ত হজ্জকর্মীর পূর্ণ পরিচিতি, ফোন নম্বরসহ যোগাযোগের ঠিকানা ঢাকাস্থ হজ্জ অফিস ও মক্কার হজ্জ মিশনকে জানাইবেন। হজ্জকর্মী নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রার্থীর আরবী ভাষায় দক্ষতা, চরিত্র, পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং মক্কা, মিনা, আরাফাত, মুজদালেফা, মদীনা ও জেদ্দার রাস্তাঘাটের সহিত পরিচয় ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিবেন।

১৮। অনিয়মের কারণে শাস্তি।0#(১) যদি হজ্জ ব্যবস্থাপনা কমিটি অথবা ঢাকা কিংবা সৌদি আরবে হজ্জ ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তার স্ব-উদ্যোগে অথবা দেশে ও সৌদি আরবে কোন হজ্জযাত্রী অথবা অপর কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির নালিশের প্রেক্ষিতে তদন্তক্রমে দেখা যায় যে হজ্জ এজেন্সী উহার হজ্জ প্যাকেজে ঘোষিত দায়িত্ব পালনে কোনরূপ অনিয়ম, অবহেলা অথবা কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হইয়াছেন যাহার ফলে উক্ত হজ্জযাত্রীর হয়রানি ও ভোগান্তি হইয়াছে তাহা হইলে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট হজ্জ এজেন্সীর জামানত বাজেয়াপ্তসহ লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবেন।

(২) সরকার কর্তৃক এইরূপ লাইসেন্স বাতিল হওয়ার পরে উক্ত হজ্জ এজেন্সী পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য অন্য কোন লাইসেন্স পাওয়ার অধিকারী হইবে না বা অন্য কোন এজেন্সীর কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিতে বা সম্পৃক্ত হইতে পারিবেন না।

১৯। মামলা করিবার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা।0 ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট হজ্জ এজেন্সীর লাইসেন্স বাতিল অথবা জামানত বাজেয়াপ্তের আদেশের বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন মামলা, আবেদন কিংবা অন্য কোন প্রকার প্রতিবিধান গ্রহণ করা যাইবে না।

5০। নিয়োগের শর্ত ভঙ্গের শাস্তি।0 কোন হজ্জ এজেন্ট যদি তাহার নিয়োগের শর্ত বা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন, অথবা প্রতারণা অথবা মিথ্যা বর্ণনা অথবা প্রবঞ্চনার মাধ্যমে কোন হজ্জযাত্রীর ঢাকা হইতে বিদায়ের প্রাক্কালে অথবা মক্কা হইতে প্রত্যাবর্তনকালে কোনরূপ অনিষ্ট করিয়া থাকেন তাহা হইলে উক্ত এজেন্ট একজন অপরাধী হিসাবে গণ্য হইবেন এবং উক্ত অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইলে উক্ত

এজেন্ট দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং তদ্ব্যতিরিক্ত তাহার এজেন্সী বাতিল করা যাইতে পারে।

২১। অধ্যাদেশের বিধান লংঘনের শাস্তি।0 কোন এজেন্সী যদি এই অধ্যাদেশের কোন বিধান অথবা ইহার অধিনে প্রনীত কোন বিধি অথবা কোন আদেশ ভংঙ্গ করেন, তাহা হইলে উক্ত হজ্জ এজেন্সী দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড বা দশলক্ষ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং উক্ত অপরাধের বিচারিক আদালত অপরাধী এজেন্সীর জমানত বাজেয়াপ্তের নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং ক্ষতিগ্রস্থ হজ্জযাত্রীকে ক্ষতিপূরন প্রদানের জন্যও আদেশ দিতে পারেন।

২২। চুক্তির শর্ত সমূহ ভঙ্গের দায়।0 (১) যদি কোন হজ্জ এজেন্সী সরকারের সহিত এবং সংশ্লিষ্ট হজ্জযাত্রীর সহিত উহার সম্পাদিত চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করেন অথবা যদি উক্ত এজেন্সী উহার চুক্তির শর্ত মোতাবেক অথবা উহার হজ্জ প্যাকেজে ঘোষিত সেবা সমূহ হজ্জযাত্রীকে দিতে ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা করেন অথবা ব্যর্থ হন যাহা হজ্জযাত্রীর ক্ষতি বা হয়রানীর কারণ হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট হজ্জ এজেন্সী প্রতারণার অপরাধে অপরাধী হইবেন এবং উক্ত অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অনূর্ধ্ব তিন বৎসরের কারাদন্ড অথবা অনূর্ধ্ব পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং উক্ত অপরাধের বিচারিক আদালত ক্ষতিগ্রস্থ হজ্জযাত্রীকে ক্ষতি পূরণের আদেশ দিতে পারেন।

(২) কোন বিক্ষুদ্ধ হজ্জযাত্রী হইতে মৌখিক বা লিখিতভাবে কোনরূপ অভিযোগ পাওয়ার পর হজ্জ ব্যবস্থাপনা কমিটি অথবা মন্ত্রণালয় কর্তৃক এই সংক্রান্তে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা এই ধারার অধীনে অথবা এই অধ্যাদেশের অধীনে অন্য কোন দন্ডযোগ্য ধারায় উক্ত অভিযুক্ত হজ্জ এজেন্সীর বিরুদ্ধে এইরূপ মামলার বিচারের ক্ষমতা সম্পন্ন কোন ম্যজিষ্ট্রেট আদালতে একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

(৩) এই অধ্যাদেশের আওতাধীন বিচারের এখতিয়ার প্রদানের উদ্দেশ্যে যে স্থানে অপরাধটি সংঘটিত হইয়াছে অথবা নালিশের কারণ উদ্ভুত হইয়াছে, সেই স্থানে অথবা বাংলাদেশের যে স্থানে নালিশকৃত অপরাধীকে পাওয়া যাইবে, সেই স্থানে প্রকৃতপক্ষে অপরাধটি সংঘটিত হইয়াছে অথবা নালিশের কারণ উদ্ভুত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে।

#

২৩। কর্মচারীর কার্যের জন্য হজ্জ এজেন্সীর দায়িত্ব।- কোন হজ্জ এজেন্সী উহার কৃত কোন কার্য, কার্যবিচ্যুতি, অবহেলা অথবা কর্তব্য পালনে ব্যর্থতার জন্য এই অধ্যাদেশের বা তদধীন প্রণীত কোন

বিধি বা আদেশের অধীনে যেভাবে শাস্তি, দন্ড অথবা এজেন্সী বাতিলকরণের দায়ে দায়ী হইবেন, সেই এজেন্সী উহার ব্যবসা পরিচালনাকালীন সময়ে উহার প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কোন অংশীদার, সহ প্রতিনিধি, কর্মচারী অথবা অন্যান্য ব্যক্তির ঐরূপ কার্য, কার্যবিচ্যুতি, অবহেলা অথবা কর্মবিরতির জন্য ঐ এজেন্সি একইরূপ শাস্তি, দন্ড অথবা এজেন্সী বাতিল করণের দায়ে দায়ী হইবেন।

#

২৪। সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচারের ক্ষমতা।-#১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধি (১৮৯৮ সালের ৫নং আইন) এর ২৬০ ধারার (১) উপধারায় বর্ণিত অপরাধ সমূহের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ম্যজিষ্ট্রেট এই অধ্যাদেশের আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে এতদুদ্দেশ্যে অভিযোগকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে ঐ কার্যবিধি আইনের ২৬২-২৬৫ ধারায় বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে বিচারকার্য সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

#

২৫। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ।-#এই অধ্যাদেশ বা তদধীন প্রণীত বিধি বা আদেশের অধীন দায়িত্ব পালনকালে সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজকর্মের জন্য উক্ত দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

২৬। এই অধ্যাদেশ হজ্জনীতির অতিরিক্ত হিসাবে গণ্য হইবে।-#এই অধ্যাদেশের বিধান সমূহ সরকার কর্তৃক প্রতিবছর অথবা কয়েক বছরের জন্য একসঙ্গে ঘোষিত হজ্জনীতির অতিরিক্ত হিসাবে গণ্য হইবে এবং ইহা উক্ত হজ্জনীতির কর্তৃত্ব বা মর্যাদা খর্ব করিবে না।

#

২৭। সাধারণ শাস্তি।-#যদি কোন হজ্জ এজেন্সী এই অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে এইরূপ কোন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া পাওয়া যায় যাহার জন্য নির্দিষ্ট কোন শাস্তির বিধান এই অধ্যাদেশে উল্লেখ নাই তাহা হইলে উক্ত অপরাধের জন্য উক্ত এজেন্সী অনুর্ধ্ব দুই লক্ষ টাকার অর্থদন্ড অথবা অনূর্ধ্ব ছয় মাসের কারাদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

#

২৮। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।-#সরকার এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন এবং উক্ত বিধির কোনরূপ লংঘন হইলে অনূর্ধ্ব এক বৎসর কারাদন্ড অথবা অনূর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবার বিধানও ঐ বিধিতে রাখা যাইবে। উক্ত বিধি সমূহে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত হইবেঃ-

(ক) হজ্জ পাসপোর্ট সরবরাহ করণ;

(খ) কোন্ ব্যক্তি কর্তৃক এবং কি শর্তে হজ্জ পাসপোর্ট সরবরাহ করা হইবে তাহা নির্ধারণ;

(গ) হজ্জযাত্রীর টিকেট সরবরাহ করণ;

(ঘ) আবেদনপত্রের ফরম, চুক্তিপত্রের ফরমসহ বিভিন্ন ফরমের নমুনা সমূহ নির্ধারণ:

(ঙ) কোন্ পদ্ধতি এবং কোন্ ব্যক্তি কর্তৃক অপরাধী হজ্জ এজেন্সীর বিরুদ্ধে আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করিতে হইবে তাহা নির্ধারণ।